

কর্মফল হিসাবে সন্তান রূপে কে আসে'????

পূর্বজন্মের কর্মের কারণেই আমাদের এই জীবনে আনা হয়েছে। পৃথিবীর সব সম্পর্ক যমেন বাবা-মা, ভাইবোন, স্বামী-স্ত্রী, বান্ধবী, বন্ধু-শত্রু, আত্মীয়স্বজন ইত্যাদি পাওয়া যায়। কারণ আমাদের হয় তাদের সবাইকে কিছু দিতে হবে, নয়তো তাদের কাছ থেকে কিছু নিতে হবে। একইভাবে, শিশু হিসাবে আমাদের পূর্বজন্মের একজন 'আত্মীয়' আসে এবং জন্ম নেয়। আমাদের কোনো না কোনো কর্মের কারণেই আমরা একে অপররে সাথে বাঁধা পরিসংসারে ---আমাদের কর্মফলের কারণেই সন্তান রূপে আসে ---

যাকে শাস্ত্রের চার প্রকার হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে...

1. 'ঋণ অনুবন্ধ সন্তান':-

'আপনি যদি পূর্বজন্মের কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে কোনোভাবে ঋণ নিয়ে এসে থাকেন বা কোনোভাবে তার সম্পদ নষ্ট করে এসে থাকেন, তাহলে সে আপনার ঘরে সন্তান রূপে জন্ম নেবে এবং তার হিসাব নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অসুস্থতা বা অকাজে কাঁজ না না ভাবে আপনার সম্পদ নষ্ট করবে।

2. 'শত্রু সন্তান':-

'আপনার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পূর্বজন্মের একজন শত্রু সন্তানের আকারে আপনার ঘরে আসবে এবং সে যখন বড় হবে, তখন সে বাবা-মায়ের সাথে মারামারি করবে, ঝগড়া করবে বা সারা জীবন তাদের যে কোনো ভাবে হরানি করবে। সে সর্বদা কটু কথা বলে তাদের অপমান করবে এবং দুঃখ দিয়ে সুখী হবে।

3. উদাসীন সন্তান':-

'এই ধরনের 'সন্তান' বাবা-মায়ের সবে করে না, তাদের কোনো সুখ দিয়ে না এবং তাদের ভাবে, তাদের মতো, তাদের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে। বয়সে হলেই বাবা-মায়ের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায়।

4. সবেক সন্তান':---

'আপনি যদি আপনার পূর্বজন্মে কাউকে অনেকে সবে করে থাকেন, তবে সে যে সবে পয়েছেলিও তার ঋণ শোধ করার জন্য সে পুত্র রূপে আপনার সবে করতে আসে। আপনি যে বীজ বুনছেন তাই কাঁটবনে। যদি আপনি আপনার পতিমাতার সবে করে থাকেন, তবেই আপনার সন্তানরা বৃদ্ধ বয়সে আপনার সবে করবে। নইলে, জল তুলে দেওয়ার মতো কাছ থেকে কটে থাকবে না।

'আপনি ভাববেন না যে এই সমস্ত জিনিস শুধুমাত্র মানুষের জন্য প্রযোজ্য। যে কোনো প্রকারের জীবের মধ্যে হতে পারে।

আমি, আমার এবং আপনার, সমস্ত সম্পদ এখানই থাকবে, আমাদের সাথে কিছুই যাবে না, তাই কেবল হরি ভজন করার মাধ্যমে জীবন অতিবাহতি করাই শ্রেয়।।